রাশিয়া, তুমি বড় বাজিকর!

শ্রেষ্ঠ কবিতা

নিকোলাই রুবৎসভ

রুশ থেকে ইংরেজি অনুবাদ

স্পিরিন ইয়েভগেনি ভিক্টরোভিচ

ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ

শামসুদ্দোহা তৌহীদ

ঐতিহ্য

অনুবাদকের কথা

রাশিয়ার জনপ্রিয় কবি নিকোলাই মিখাইলোভিচ রুবৎসভ ১৯৩৬ সালের ৩ জানুয়ারি রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলে (বর্তমানে আরখানগেলস্ক অঞ্চল যেখানে রাশিয়ার সর্ববৃহৎ কাঠ রপ্তানি বন্দর আছে) হলমোগোরি জেলার ইয়েমেৎস্ক নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মিখাইল অ্যানড্রিয়ানোভিচ ছিলেন স্থানীয় ফরেস্ট্রি এন্ট্রারপ্রাইজের প্রধান। পরবর্তীতে তাদের পরিবার ভলগোদা নামক গ্রামে স্থানান্তর করে বসবাস শুরু করে। এই ভলগোদা গ্রামে কেটে যায় কবির শৈশব আর তাই এই ভলগোদা অঞ্চলে বারেবারে ফিরে এসেছে তাঁর কবিতায়।

১৯৪১ সালের জানুয়ারিতে নিকোলাই রুবৎসভের বাবা ভলগোদা শহরের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ভলগোদায় রুবৎসভ পরিবারকে যুদ্ধকালীন সময়ে নানা দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়।

যুদ্ধ শুরু হতেই রুবৎসভের বাবা ফ্রন্টে যোগ দেন, আর মা হঠাৎই মৃত্যুবরণ করেন। এরপর ছয় ভাইবোনকে বিভিন্ন এতিমখানায় পাঠানো হয়। প্রথমে তারা ক্রাসকোভো গ্রামের এতিমখানায় ছিল, পরে একে একে আলাদা শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে তারা একে অপরকে চিরতরে হারিয়ে ফেলে। নিকোলাইকে ভলগোদা অঞ্চলের তোতেমস্ক জেলার নিকোলস্ক গ্রামে এতিমখানায় পাঠানো হয়, যেখানে তিনি ১৯৪৩ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৫০ সালের জুন পর্যন্ত ছিলেন। সেখানেই তিনি সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা শেষ করেন। তিনি সবসময় আশা করতেন যে তাঁর বাবা একদিন তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যাবেন। কিন্তু এখানেও তাঁর জন্য ছিল হতাশা–বাবা নতুন পরিবার গড়ে তোলেন এবং প্রথম পক্ষের ছয় সন্তানকে পুরোপুরি ত্যাগ করেন। পরে কবি স্মৃতিচারণ করেছিলেন যে এতিমখানাতেই তিনি তাঁর প্রথম কবিতা লিখেছিলেন।

কিন্তু কবিতা লেখার আগে তিনি জীবনে আরও অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন। ১৯৫০ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি তোতেমস্কের বন-প্রযুক্তি কলেজে পড়াশোনা করেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৩ সালে তিনি আর্কটিক ট্রলার ফ্লিটে কাজ করেন। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি মুরমানস্ক অঞ্চলের কিরোভস্ক শহরে খনি-রাসায়নিক প্রযুক্তি কলেজে পড়াশোনা করেন। এরপর ১৯৫৫ সালে তিনি সামরিক পরীক্ষামূলক কেন্দ্রে একজন শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৫৫ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৫৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত তিনি নৌবাহিনীতে কাজ করেন। এরপর লেনিনগ্রাদে ফিরে এসে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হন–কখনো মিস্ত্রি, আবার কখনো কারখানার শ্রমিক।

তবে জীবনের সব প্রতিকূলতার মাঝেও কবিতার প্রতি তাঁর ভালোবাসা অটুট ছিল। কবিতা তাঁর জন্য একান্ত আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল। লেনিনগ্রাদে তিনি 'নারভস্কা জাস্তাভা' নামক সাহিত্য সংঘে যোগ দেন। তরুণ কবিদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেন এবং ১৯৬২ সালে তাঁর প্রথম কবিতা সংকলন 'তরঙ্গ এবং শিলা' প্রকাশ করেন। একই বছরে তিনি মস্কোর ম্যাক্সিম গোর্কি সাহিত্য ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন এবং সেখানে ভলাদিমির সোকোলভ, স্তানিস্লাভ কুন্যায়েভ প্রমুখ লেখকের সঙ্গে পরিচিত হন। তাদের সহযোগিতায় ১৯৬০-এর দশকে তাঁর প্রথম বইগুলো প্রকাশিত হয়।

১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয় 'মাঠ-জ্বলা তারা' কাব্যগ্রন্থটি। এ কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

১৯৬৯ সালে সাহিত্য ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক শেষ করার পর তিনি 'ভলগোদা কমসোমোলেটস' পত্রিকার কর্মী হিসেবে কাজ করেন।

এর মাঝে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু কবি নিকোলাই রুবৎসভ মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়েন। সাংসারিক জীবনের টানাটানি, কর্জ– এ সবকিছু মিলিয়ে তিনি সাইবেরিয়াতে পাড়ি জমান।

পরবর্তীতে তিনি উঠতি নারী কবি লুদমিলা দারবিনার সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং তাঁকে বিয়ে করেন। বিয়ের দিনেই অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ১৯শে জানুয়ারি দ্বিতীয় স্ত্রী লুদমিলা দারবিনা দাম্পত্য কলহের জেরে তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেন। মারা যাওয়ার কিছুদিন আগেই তিনি যেন ভবিষ্যদ্বাণী করে লিখেছেন,

"I will die in Epiphany Frosts. I will die when the birches crack."

তাঁর মৃত্যুর পরে বিশটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সারাবিশ্বে তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন মূলত তাঁর মৃত্যুর পরে।

সমালোচকদের মতে, নিকোলাই রুবৎসভের কবিতা সহজ ভাষা ও গভীর ভাবনার সংমিশ্রণে অনন্য। তাঁর লেখার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ছিল তাঁর প্রিয় ভলগোদা ও রুশ উত্তরাঞ্চল। এ অঞ্চলেই তিনি নিজেকে বিকশিত করেন আর অনুভব করেন মানবজীবনের এক সূক্ষ্ম বোধ।

দুই

রাশিয়ার মহান জাতীয় কবি আলেক্সান্দর পুশকিনের কবিতাগুলো এত ছন্দময় আর গীতল যে ধীরে ধীরে রুশ জনগণের মুখে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পুশকিনের প্রভাবেই রুশ কাব্যভাষা জনগণের মুখের বুলির কাছাকাছি চলে এসেছে। আর তাই রুশ কবিতায় কথ্যভাষার চেয়ে ভিন্ন ধরনের বাক্যগঠন রীতি প্রয়োজন হয় না। আর রুশ শব্দভান্ডার এত বিস্তৃত যে সহজেই সমার্থক শব্দ খুঁজে কবিতায় ছন্দ দেওয়া যায়। পুশকিনের পরে ভলাদিমির মায়াকোভস্কি, আন্না আহমাতভা, মিখাইল লেরমেন্তভ, রসুল হামজাতভ, বরিস পাস্তেরনাক, সের্গেই ইয়েসেনিন, আলেকজান্দর ব্লক প্রমুখ কবি রুশ কবিতার জগৎকে সমৃদ্ধ করেছেন।

রুশ গীতিকবির মধ্যে যিনি আজ অধিক জনপ্রিয়, তিনি হলেন নিকোলাই রুবৎসভ। তিনি সোভিয়েত আমলে কবিতা লিখেছেন এবং আজও তিনি তুমুল জনপ্রিয় রুশ জনগণের কাছে। তাঁর অসংখ্য কবিতা গানে পরিণত হয়েছে এবং দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিকোলাই রুবৎসভের কবিতা একদৃষ্টিতে খুবই সাধারণ মনে হয়। একজন বালক যেমন নতুন কিছু দেখে চমকে ওঠে, তেমনই চমকে ওঠা দৃষ্টিতে সাধারণ অনুষঙ্গ নিয়ে কবিতা লিখেছেন তিনি। তবে সেই ছন্দময় কবিতাগুলো পাঠকের অনুভূতির খুব কাছের হয়ে ওঠে। যখন কবি ঘাস নিড়ানোর সময় বুনোফুল কাটা পড়লে অনুশোচনায় বিদ্ধ হতে থাকেন, তাঁর সেই স্মৃতি যেন কবিতার চরণে চরণে কেঁদে ওঠে। কবি ভালোবাসেন নদীর পাড়ে থাকা কুপাভা ফুল, ভাঁটফুলকে। কখনো কখনো কবি জীবনানন্দ দাশের সাথে ভীষণ মিল খুঁজে পাই নিকোলাই রুবৎসভের জীবনদর্শন অনুভব করে।

পিতৃ-মাতৃহীন শৈশব-কৈশোর পার করেছিলেন তিনি। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে কত রকম পেশা, যুদ্ধের নারকীয় পরিণতি দর্শন, রাশিয়ার অপরূপ শোভা সবকিছু মিলে তাঁকে তৈরি করেছে আমাদের জীবনের কাছের এক স্নিগ্ধ কবিতে।

তুষারপাতে পথহারা পথিককে পথের দিশা দেয় কুটিরের যে নিভুনিভু আলো, তুষার পীড়িত একটা কাকের কষ্ট এসব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুভূতি ধরা পড়ে তাঁর চোখে।

তাঁর কবিতা খুব সরল। এটাই হয়তো তাঁর কবিতার মুক্তোদানা। শব্দের পরে শব্দের খোল সরিয়ে আমরা টের পাই ঝিনুকের মাঝে মুক্তোর আলো।

তিন

প্রগতি প্রকাশনের অধীনে ১৯৭৭ সালে বাংলা ভাষায় রুশ কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয় 'পঞ্চাশ জন সোভিয়েত কবি' বইয়ে। বইয়ের অনুবাদক ছিলেন কিংবদন্তি অনুবাদক হায়াৎ মামুদ। এর পরেও অসংখ্য রুশ কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তবে, বাংলা ভাষায় নিকোলাই রুবৎসভের কবিতার অনুবাদ এই প্রথম। কবিতার অনুবাদ করতে গেলে রবার্ট ফ্রস্টের বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে, 'Poetry is what gets lost in translation'। তবুও মূলের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে কবিতার অনুবাদ যেন আরেকটি কবিতা হয়ে ওঠে, কবিতা যেন নীরস, প্রাণহীন না হয়ে যায়, সেই চেষ্টাই করেছি আপ্রাণ। কখনো আক্ষরিক, কখনো ভাবানুবাদ– এই দুই ধারা একইসাথে রেখেছি। বাকিটা বিচারের ভার পাঠক ও সময়ের কাছে।

কবিতা সংকলনের কাজ করেছেন কবি-কন্যা এলেনা রুবৎসভা। কবিতা ফোরামের সম্পাদকদ্বয় ইয়েভগেনি স্পিরিন এবং তাতিয়ানা এরোখিনা।

নিকোলাই রুবৎসভের কবিতা অনুবাদের কাজে সর্বান্তকরণে সাহায্য করেছেন রুশ বন্ধু ইয়েভগেনি স্পিরিন। তাঁর কাছ থেকেই অনুপ্রাণিত হই নিকোলাই রুবৎসভের কবিতা অনুবাদ করতে। কবিতার প্রেক্ষাপট, রুশ ঐতিহ্য এবং আবহাওয়া, কবিতার অন্তর্গত অর্থ বুঝতে সাহায্য করেন ইয়েভগেনি স্পিরিন। তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম।

নিকোলাই রুবৎসভের কয়েকটি কবিতা আমার অনুবাদে প্রথম প্রকাশিত হয় অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা 'শ্রী সাহিত্য' এবং এরপরে অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা 'সৃজন'-এ। শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা রইল তাদের প্রতি।

নিকোলাই রুবৎসভের কবিতা অনুবাদের শুরু থেকেই যাদের অনুপ্রেরণা আমায় এগিয়ে নিয়েছে, তাঁরা হলেন– অরুণ সোম, জাকির তালুকদার, পিয়াস মজিদ, ঝিলম বিশ্বাস, মোশতাক আহমদ, সঞ্জয় দে, হাসনাত শোয়েব, হারুন আহমেদ, বিধান সাহা, নাহিদ ধ্রুব, সানজিদা সিদ্দিকা,

অমিতাভ সরকার, টিটু আচার্য, আসাদুজ্জামান জুয়েল, জান্নাত ইমরান, জাহিদ আব্দুল্লাহ রাহাত, তানজিম উল করিম চৌধুরী, জ্যাক ডসন, রবিন মিলফোর্ড, রিপন সেনগুপ্ত, শুভাগত সাহা আদিত্য, ফেরদৌস তুষার, হোসাইন মোহাম্মদ তাইফ আলম, প্রণব আচার্য, মিজানুর রহমান, হাসিব খান, এম এ হোসেন রুমি, কৌশিক রহমান, অদিতি আশরাফ, আসিফ ইকবাল তামিম, রাহাত আলী, তাপস চন্দ্র। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাঁদের প্রতি।

সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সাইট ফেসবুকের 'Soviet Books Translated in Bengali' বইয়ের গ্রুপের সকল বন্ধুদের প্রতি রইল ভালোবাসা।

নিকোলাই রুবৎসভের কবিতার অনুবাদ প্রকাশের জন্য বাংলাদেশের স্বনামধন্য প্রকাশনা সংস্থা 'ঐতিহ্য' এবং প্রকাশনা সংস্থা ঐতিহ্য'র প্রধান নির্বাহী আরিফুর রহমান নাইম ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা রইল।

এই বইয়ের কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রিয় কবি পিয়াস মজিদ ভাইয়ের ভালোবাসার কাছে ঋণী।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠকেরা যদি নিকোলাই রুবৎসভের কবিতায় আনন্দ খুঁজে পান, তাহলে এই কষ্টটুকু সার্থক হবে।

পাঠকদের জন্য রইল নিরন্তর ভালোবাসা।

শামসুদ্দোহা তৌহীদ
বরিশাল
নভেম্বর, ২০২৪

Essential Rubtsov:
The poet of the Russian north goes to the south.

For many years now, in India, Bangladesh and Nepal, enthusiasts have been looking for Soviet books that were published in the USSR in Indian languages (there are more than 20 official Indian languages.) They have been scanning and restoring books, sometimes at the highest level of quality (unsurprising since some of these keen volunteer designers and translators etc are actually professionals working for printing houses.) My acquaintance with such Indian colleagues led me to an interesting discovery. It turned out that despite such a powerful influence of our literature on Indian minds, the number of book titles published in the USSR for India and countries adjacent to India does not exceed a thousand. The catalog of my friend from Calcutta contains 700 titles of books, which include both children's and adult works. After this discovery, I began to look among my acquaintances from the Indian subcontinent for people with whom it would be possible to translate other Soviet books that had never been translated into Indian languages, in order to continue the Soviet tradition of translating books and maintaining the interest of the Indian people in our culture. The matter turned out to be quite difficult. The Indian mentality is extremely complex. If an Indian says yes, he doesn't always mean yes! Nevertheless, a start has been made for this work. I found colleagues in India who helped me with translations for the stories of Mikhail Plyatskovsky, Arkady Gaidar and Nikolai Nosov. But my special concern was the search for a possible translator of

the poetry of Nikolai Mikhailovich Rubtsov. It was surprising to me that he is completely unknown in India. People in India love poetry, and Russian and Soviet poets have been translated into Indian languages. For example, the Bengali translator Hayat Mamud, a genius in poetic translations, has according to my friends superbly translated the poems of Yaroslav Smelyakov and Mikhail Svetlov! For India our publishing house produced a collection of "50 Soviet poets" in several languages, which included almost all famous Soviet poets. And today in India there are very good translators who translate Soviet and Russian poetry. For example, the oldest was 75-year-old Hindi translator Varyam Singh, who lived in the USSR and knew many Soviet writers, such as Robert Rozhdestvensky, who has been translating Russian poetry continuously for decades, Tsvetaeva, Bryusov, Mayakovsky, etc. I turned to the respected Varyam, trying to interest him in translating Nikolai Rubtsov's poems. Unfortunately, he did not show any particular interest and commented that he was too busy since at that moment he was working on translating Bryusov's poems. I wrote to several people from India whom I noticed were Russian speakers. To no avail.

After such failures, I began to wonder why Indian translators are not at all interested in the poetry of Nikolai Rubtsov. The conclusions I have reached may not be correct, but they seem convincing to me. The fact is that N.M. Rubtsov is a truly northern poet, a bard of the Russian North. That is why he is so close to the Russian heart. When I live in a village and in late autumn my friends on the phone ask me how the weather is, how I'm feeling, Rubtsov's lines involuntarily come to mind: "Cold water rustles all around, and everything around is blurry and hazy. An invisible wind, like a net, pulls in leaves from all sides..." And to my friends it is clear without further ado both my mood and the weather outside my window. For tropical India, however, this is a completely incomprehensible poet who writes about phenomena unknown to the Subcontinent. For us a Flood, although a formidable phenomenon, carries a meaning of the birth of a new

thing, the prospect of a good harvest, freshness, hope. However for the Indian the word Flood conjures a natural disaster, with potentially various catastrophic effects. Winter, for a thinking Russian, even one who has central heating, is a harsh time when animals and birds, people passing by and vagabonds, suffer from hunger and frost. For Indians, winter is the time when the sweltering summer heat subsides and one can work in the garden in comfortable conditions. Russian people have dozens of epithets for snow or frost in their language. The Indian cannot understand the word – Frost. When I show my Indian friend the painting of my fellow countryman Surikov "Boyarinya Morozova" and ask him to look closely at the snow and say what color the snow is in the picture, my Indian friend does not see blue, violet, or ocher shades. He says the snow is cloudy white. And yet I did manage to find a person who wanted to achieve immortality as the first Bengali translator of Nikolai Rubtsov. This is my young friend from Bangladesh, an aspiring translator of Russian literature, Shamsudduha Tauhid from the Bangladeshi city of Barishal. One of the greatest Bengali poets, Jibanananda Das, was born in Barishal. He is often called the second Bengali poet after Tagore. My friend Shamsudduha loves poetry and when I told him about Nikolai Rubtsov, he wanted to translate his poems into his native Bengali language. Shamsudduha is just beginning to study Russian and has previously translated Russian authors from English. This should not surprise us: the majority of Russian literature in India was translated into national Indian languages from English. There was a period when Soviet publishing houses trained a relatively large staff of Indian translators who translated our literature for India directly from Russian. But this period was short: from 1960 to 1990. The rest of the time, Indian translators mainly translated from English. Thus, my friend Shamsudduha Tauhid is not an exception to the category of translators, but rather, on the contrary, corresponds to the Indian norm. I helped him translate the first poem into English (I prepared an English interlinear translation), explained the essence

of the poem, and helped clarify unclear places. I also found drawings illustrating this poem. After this, Shamsudduha Tauhid began translating the poem into Bengali. Thus, we had the technology for further work. I helped the translator by preparing an English interlinear translation, looked for illustrations, explained the essence of the poem and answered his questions about incomprehensible parts of the text. I must say that our young translator almost immediately became imbued with the poetry of Nikolai Rubtsov, literally from the first poem. And he was not upset by the discrepancy between the Bengali and Russian languages, concepts and features, but was inspired to search. He translated his first poem, “In the Upper Room,” in just a couple of days. Although in this poem, which at first glance was not difficult to translate, there were places that required a search for corresponding concepts in the Bengali language. Shamsudduha Tauhid is a beginning translator, but already has some fame in Bangladesh and India. His translation into Bengali, The Wild Dog Dingo, was published by a Bangladeshi publishing house and enjoyed the interest of the reading audience. He has almost three thousand subscribers on Facebook, he has professional literary friends, and he is a member of several literary communities. And immediately, from the first translation of Nikolai Rubtsov’s poem, he began to introduce his friends and colleagues to his work and, accordingly, to the poetry and biography of Nikolai Rubtsov. As of the present moment, Shamsudduha Tauhid has already translated several poems by Nikolai Rubtsov

As regards the quality of translations of Shamsudduha Tauhid - I myself do not speak Bengali and am not able to evaluate the quality of the translation. However my Bengali-speaking friends say that the Bengali text of his translations is quite high quality. I can assume that the translation is not perfect, but it fulfills the most important mission: revealing the great Russian poet to 240 million potential Bengali-speaking readers in India and Bangladesh. Surely better translations are possible, and I am almost convinced they will

definitely be, but still the first person who discovered our beloved poet for Bengali-speaking people from India and Bangladesh was a modest young man born in 1992, an aspiring doctor, Shamsudduha Tauhid.The translation of Nikolai Rubtsov's first poem by Shamsudduha Tauhid was completed on August 6, 2023. On this date, he was at work, on night duty at a hospital in the city of Barishal, near the Bay of Bengal. Taking advantage of a lull whilst the hospital patients were asleep, he translated the poem "In the Upper Room". At that time I was in my native village of Terentyevo, not far from Krasnoyarsk, in a small wooden summer house on the banks of the Esaulovka River. Barishal and my village are located almost on the same meridian and for me, just like in Barishal, it was start of the night. Shamsudduha Tahid sent me the joyful news that he had completed the translation of Nikolai Rubtsov's poem. I forwarded the news to Tatyana Erokhina, editor of the "My Quiet Homeland" community in Cherepovets, at the hospital where she was staying that Sunday evening. Tatyana Erokhina forwarded the message to Elena Nikolaevna Rubtsova in St. Petersburg. A few minutes later I received a message from Tatyana Erokhina with news for Shamsudduha from Elena Nikolaevna Rubtsova, in which she "blessed" him to translate the poems of Nikolai Mikhailovich Rubtsov. That night I sent messages more than once from St. Petersburg to Barishal and from Barishal to St. Petersburg, through Cherepovets. Thereafter the translator Shamsudduha Tauhid decided to translate all of Nikolai Rubtsov's poems into Bengali. The solution is somewhat spontaneous and difficult to implement, but worthy of our support.

Spirin Evgeny Viktorovich
Krasnoyarsk, Russia.

TO THE READER

It's hard to contain your excitement when you learn that Nikolai Rubtsov's poems will become known to readers in a country very different from Russia.

The outstanding Russian poet Nikolai Rubtsov was born in 1936 and tragically passed away in 1971. He lived most of his life in the Russian North. This huge territory begins at the 60th parallel and ends off the coast of the Arctic Ocean. There are very long winters and short summers. Nature has left its imprint on the people who live in such conditions.

Nikolai Rubtsov's childhood was during wartime. This also affected his fate. Kolya was 6 years old when his mother, Alexandra Mikhailovna, a mother of many children, died. The state took custody of the boy, placing him in an orphanage.

And then Nikolai had to experience a lot. He worked as a worker, served as a sailor in the Northern Fleet, and studied at the Literary Institute in Moscow.

There is information that Nikolai Rubtsov began writing poetry as a child. Poetry became his life's work. During his lifetime, only 4 small collections of poetry were published. But posthumous fame turned out to be very significant. Over the course of half a century, many books have been published, with a total circulation of up to 8 million copies. His poems have been translated into the languages of some European countries, as well as China, Vietnam and Mongolia.

Nikolai Rubtsov is not just a poet, but a magnificent lyricist. In his poems we find not only a reflection of his personal biography,

but also the fate of the entire generation, which in Russia is called “children of war.” We see that in addition to poems about great affection for his homeland, the poet often writes sad elegies that reflect the tragedies of his era.

Rubtsov also has many poems about the love of a man and a woman. And this is understandable to most people on Earth and, of course, to countries such as Bangladesh and India.

I think this will be of interest to readers from any country.

It is clear that much in this case depends on the translator. Each language has its own characteristics. And this applies most of all to poetry.

I would like to express my deep gratitude to Shamsudduha Tauhid and Evgeniy Spirin, the one who boldly and courageously decided to translate Nikolai Rubtsov’s poems into Bengali. I believe that in this way his poetry will reach a huge number of people in the Indian subcontinent.

Elena Nikolaevna Rubtsova.
2024 St. Petersburg, Russia

কবিতাসূচি

আমার চিলেকোঠার ঘরে ২৩
কুপাভা ফুলের কাছে ২৪
কাক ২৬
ফুলের তোড়া ২৭
সোয়ালো পাখি ২৮
বিদায়ের গান ২৯
মাঠ-জ্বলা তারা ৩১
ভালুক ৩২
এইসব স্বর্ণালি সন্ধ্যায় ৩৩
অদ্ভুতুড়ে শৈশব ৩৪
অক্ষয় স্মৃতি ৩৫
প্রস্থান ৩৬
ইনসমনিয়া ৩৭
গাঁয়ে রাত নামে কেমন করে? ৩৮
বার্চ ৩৯
রহস্য ৪০
শিশুর মতো কাঁদে হাওয়া ৪১
পানসি ফুলের দুঃখ ৪২
রাশিয়ার জ্যোতি! ৪৩
রুটি ৪৬
গ্রামের বাড়ি ৪৭
বৃদ্ধ পথিক ৪৮
অপেক্ষার প্রহরগুলো ৪৯
ছায়ায় ঢেকে আছে গ্রাম ৫০
চড়ুই পাখি ৫১
৫২ কবিতার জন্ম
৫৩ সুনীল আকাশ! নীল ট্রেন
৫৪ পুরোনো এক কাঠের বাড়ি
৫৫ মেঘেদের সাথে বাড়ি ফেরা
৫৬ স্বদেশ
৫৭ ভেনাস
৫৮ বাইরে ভীষণ গরম
৫৯ সেপ্টেম্বর
৬০ ঠাট্টা
৬১ তোমায় চুমু খেয়েছিলাম যেদিন
৬২ ঝড়-বাদলের প্রগাঢ় আঁধারে
৬৩ পপলার গাছের পাতা ঝরে যায়
৬৪ রাতের ফেরিতে
৬৫ কেবল পড়ে আছে গাছের গুঁড়ি
৬৬ ভোভা নামের ছেলেটি
৬৭ এক যে ছিল খরগোশ
৬৮ ভোরের রাশিয়া
৬৯ গোরস্থানে
৭০ বহে আমার নদী
৭১ সন্ধ্যা হয়ে এলে
৭২ সাক্ষাৎ
৭৩ উইলো
৭৪ বন রক্ষক
৭৫ চিড়িয়াখানা ভ্রমণ শেষে
৭৬ আমি মারা যাব এপিফানি শীতে

আমার চিলেকোঠার ঘরে

রাতের তারা জ্বলে
আমার চিলেকোঠার ঘরে ।
বালতি হাতে জননী আমার
জল নিয়ে আসে
আহা! তার নিঝুম পদ-পাতে!

বাগানের লাল টুকটুকে ফুলগুলো সব
শুকিয়ে শুকিয়ে মরে ।
নৌকা বাঁধা নদীর পারে
পচবে; আহা! গেল তবে!

উইলো গাছের ছায়া পড়ে
আমার বাড়ির গায়ে,
সে সরু ছায়া ফিতের মতো
তন্দ্রাতে লুটায়!
(আহা! তন্দ্রাতে লুটায়!)
আগামীকাল কাটবে আমার
উইলো গাছের ছায়ায় ।
জানি, বড্ড ব্যস্ততায়!

ফুলগুলোতে জল দেবো গো
আর দুষবো নিজের ললাট ।
আর যখন ফুটবে তারা
এর আগেই গড়বো নৌকা
আহ! বালাইষাট!!

В горнице.
In Upper Room

কুপাভা ফুলের কাছে

পথ চলে গেছে কতদূরে!
কতখানি জুড়ে আছে মাঠ!
বয়ে যায় অশান্ত জলরাশি
আর থইথই বরফ-স্মৃতি!

উড়ে যায় সারসের পাল
অন্তহীন!
গায়ে মাখে রোদ্দুর
আহা! বসন্তকাল!

ডাকো কিবা নাই ডাকো
ডেকে ওঠে তারা
কূজন কূজন–
ঘন হয় সারসের পাল ।

এখানে আবার সেই খেলা,
মাতোয়ারা কিশোর-কিশোরীর দল
প্রেম জাগে!

ঝড় ওঠে
কালো হয় নদী
তীর ছুঁয়ে ফুটে আছে কতশত ফুলের কলি ।

সেই একই ফুল
কিন্তু মেয়েরা ভিন,
তাদেরকে বলো না তুমি
কী ছিল আমাদের দিন!

খুনশুটি আর হুটোপুটি
করছে তারা,

আমি ডাকি তাদের
কোথা যাও, কন্যারা?
কোথা যাও?
তাকাও এই কুপাভা ফুলের দিকে।
কিন্তু কেউ কি শুনবে আমার সেই ডাক?

купава
Kupava

কাক

বসলো কাক বেড়ার ওপর
তালাবদ্ধ সমস্ত গোলাঘর,

চলে গেল সব মালগাড়ির বহর
কাটে না এই আকালের প্রহর!
আজ বহুদিন ধরে ।

কাকটি দিনমান উশখুশ করে
নেই শীতের আশ্রয়;
নেই কোনো দানা!
বেচারা!

ворона
Crow